সময়ের আলো

সাক্ষাৎকার : এসএম ফরহাদ, ডাকসুর জিএস

এক মাসেই দৃশ্যমান হবে অনেক প্রতিশ্রুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয় লাভ করেন ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সভাপতি **এসএম ফরহাদ**। শিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলে নিরঙ্কুশ জয়ের পেছনের কারণ, ইশতেহার বাস্তবায়নের পরিকল্পনা, প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশাসহ সার্বিক বিষয়ে কথা বলেছেন সময়ের আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঢাবি প্রতিনিধি **ফাইয়াজ উদ্দিন স্মরণ**

সময়ের আলো : ডাকসু নির্বাচনে আপনাদের প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয় হলো। আপনার অনুভূতি কী?

এসএম ফরহাদ : আলহামদুলিল্লাহ, খুব শান্তির অনুভূতি যে শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছে।

আপনার প্যানেলের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পেছনে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন?

আমাদের বিজয়ের পেছনে কোন দিকটি অবদান রেখেছে এটার ফিডব্যাক আমাদের দিক থেকে দেওয়া কঠিন, শিক্ষার্থীরাই ভালো ফিডব্যাক দেবে। তবে আমরা চেষ্টা করেছি শিক্ষার্থীদের ভয়েজ হয়ে কথা বলার, কাজ করার, দীর্ঘ সময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার। মূলত শিক্ষার্থীদের কোনো রাজনৈতিক দলের উপকরণে পরিণত না করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এসব অ্যাপ্রোচ হয়তো শিক্ষার্থীদের চাওয়ার সঙ্গে মিলেছে। তবে শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের পুরো প্যানেলের প্রতি যেমন ছিল তা অভাবনীয়। আমরা চেষ্টা করেছি যেভাবে কথা বললে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় হয় সেভাবেই কথা বলার।

তবে একটা ফ্যাক্টর হতে পারে যে আমাদের সংগঠন কাজ করার সময় অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মতো ক্রাইম, ধর্ষণ, আন্তঃদ্বন্দ্ব, চাঁদাবাজি-এসবে জড়িত হয়নি। এটা একটা বড় কারণ। অন্যান্য কারণও থাকতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এক মাসেই দৃশ্যমান হবে অনেক প্রতিশ্রুতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন আপনারা আপনাদের দেওয়া ইশতেহারের কোন বিষয়কে আগে গুরুত্ব দেবেন?

আগের দেওয়া নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। প্রায়োরিটির ভিত্তিতে অনেক প্রতিশ্রুতিই এক মাসের মধ্যেই দৃশ্যমান দেখতে পারবেন।

প্রশাসন থেকে কেমন সহযোগিতা পাচ্ছেন বা আশা করছেন?

প্রশাসন থেকে আমরা এখনও সহযোগিতা পাইনি। ফান্ড নেই, ক্রাইসিস আছে, এসব বলছে। আমরা প্রশাসনকে বলেছি আপনারা এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করব এবং আপনাদের সাহায্য করব। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ক্যাম্পাসে সুন্দরভাবে গড়তে চাই। কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা এখনও আমরা পাইনি।

প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন ও প্যানেলের যারা হেরে গেছেন, তাদের নিয়ে কাজ করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না?

আমরা কাউকে হেরে গেছে, জিতে গেছে-এই প্যারামিটারে মাপতে চাই না। আমরা সবাই সহযোদ্ধা; একসঙ্গে কাজ করতে চাই। কে ছাত্রশিবির, কে ছাত্রদল, কে বাম, কে বাগছাস-এই প্যারামিটার আমরা মাপব না। সব শিক্ষার্থীর জন্য কাজ করব। শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে গিয়ে সব সংগঠন আমাদের সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি। ইতিমধ্যে সবার সঙ্গে আলাপও হয়েছে এবং সবাই আশ্বাসও দিয়েছে। এখানে কোনো দলকে আলাদা করার সুযোগ নেই।

ডাকসু ও জাকসুতে শিবিরের একচেটিয়া জয়ের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন? অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল কেমন ফলাফল দেখাবে বলে আশা করছেন?

জয়ের নেপথ্যে বলব না, তবে শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা আমরা পেয়েছি। অন্যরা পায়নি এমনও না। অন্যরাও পেয়েছে। আমরা বরং বলব শিক্ষার্থীদের পছন্দের পাত্রে পরিণত হতে পেরেছি যা বড় আমানতের ব্যাপার, বড় দায়িত্বের ব্যাপার। আমাদের দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে সেটা ধরে রাখতে চাই। যেহেতু আমাদের কার্যক্রম ও বেড়ে ওঠা প্রায়ই একই রকম, তাই অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাব বলে আশা করছি।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আপনাদের কী চাওয়া বা কী আশা করেন? তাদের উদ্দেশে কিছু যদি বলতেন!

আমরা যদি ভুল করি তা হলে সুধরে দেবেন, থামিয়ে দেবেন এবং আমাদের নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হলেও তা থামিয়ে দেবেন। ভালো কাজ করলে সহযোগিতা করবেন ও উৎসাহ দেবেন। সামগ্রিকভাবে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করতে চাই। সেই যাত্রাপথে ভালো করলে সহযোগিতা আর খারাপ করলে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা করার তা করবেন।